Department of Patents, Designs and Trade Marks

THE GEOGRAPHICAL INDICATION (GI)

পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
ডকেট নং- তাং-
(ক) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (অঃ ও প্রঃ)
(খ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (পেঃ ও ডিঃ)
(গ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ট্রেডমার্কস)
(ঘ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (ডাব্লিউটিও)
(ঙ) ডেপুটি রেজিস্ট্রার (জিঃ আই)
(চ) সিস্টেমস্ এনালিস্ট
স্বাক্ষরিত
রেজিস্ট্রার

JOURNAL

JULY, 2022

GI Journal No.12

published on : 19.01.2023
Price : Tk. 35.81

ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন আবেদনের পদ্ধতি

১। আবেদনপত্র ঃ

(১) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেকটি আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে নির্ধারিত ফিসহ এক শ্রেণির পণ্যের জন্য (জি.আই ফরম-০১) এক এবং একাধিক শ্রেণির পণ্যের জন্য জি.আই ফরম-০২ এ আবেদন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেকটি আবেদনপত্র আবেদনকারী তারিখ উল্লেখপূর্বক স্বাক্ষর করিবেন

(৩) প্রতিটি আবেদনপত্রের তিন কপির সহিত অতিরিক্ত পাঁচ কপি প্রতিলিপি দাখিল করিতে হইবে।

(৪) প্রতিটি আবেদনপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পাঁচটি নমুনা দাখিল করিতে হইবে।

২। ফি ঃ

(১) ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডারের মাধ্যমে তফসিল-০১ এ উল্লিখিত ফি অনুসারে ফি প্রদান করিতে হইবে।

(২) ফি রেজিস্ট্রার বরাবর বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক অনুমোদিত যে কোন বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করা যাইবে।

(৩) যে ক্ষেত্রে দলিল দাখিলের জন্য ফি প্রদেয়, সেই ক্ষেত্রে ফি প্রদান ব্যতিরেকে বা অপর্যাপ্ত ফি পরিশোধ করা হইলে, উক্তরূপ দলিলাদি বিধিসম্মতভাবে দাখিল করা হয় নাই বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৩। ভাষা ঃ

(১) সকল আবেদন পত্র বাংলা অথবা ইংরেজী ভাষায় লিখিত হইতে হইবে।

(২) আবেদনপত্রের কাগজ ও কালি পাঠযোগ্য, টেকসই, স্থায়ী প্রকৃতির ও উন্নতমানের হইতে হইবে।

৪। আবেদনপত্রে স্বাক্ষর ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের আবেদনপত্র এবং অন্যান্য দলিল নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে, যথাঃ-

(ক) ব্যক্তিসংঘ বা উৎপাদনকারী সংগঠনের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি ;

(খ) কোন কর্পোরেট বডি, আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উক্তরূপ বডি বা সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের পক্ষে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যবস্থাপনা পরিচালক অথবা সচিব অথবা প্রধান কর্মকর্তা ;

(২) স্বাক্ষরকারী ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরের নিম্নে-

(ক) তাহার পদবি বা পদমর্যাদা ; এবং

(খ) বাংলা বর্ণে অথবা বড় হাতের ইংরেজি বর্ণে, তাহার পূর্ণাঙ্গ নাম ; স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

৫। আবেদনপত্রে ব্যবহারকারীর বিবৃতি ঃ

কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অথবা পণ্যের বৈধ ব্যবহারকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্য প্রত্যেক আবেদনপত্রে পণ্যটি কোন সময়কাল হইতে কাহার দ্বারা ব্যবহৃত হইতেছে, তাহার একটি বিবরণী থাকিতে হইবে।

৬। আবেদনপত্রের সহিত দাখিলকৃত তথ্য ও দলিলাদি ঃ

(১) কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন করিতে হইবে এবং উহার সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করিতে হইবে, যথাঃ-

(ক) নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সম্পর্কিত একটি বিবৃতি-

(অ) পণ্যটি উৎপাদিত হইবার সুনির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকা ;

(আ) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকায় উৎপাদিত হইবার ফলে পণ্যটিতে নিহিত সুনাম, গুণাগুণ ও অনন্য বৈশিষ্ট্য ;

(ই) উক্ত অঞ্চল, ভূখন্ড বা, ক্ষেত্রমত, এলাকা সম্পর্কিত বিশেষ ভৌগোলিক আবহাওয়া, সহজাত প্রাকৃতিক ও মানবিক বিষয়াদি যাহা পণ্যটিকে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য প্রদান করিয়াছে ; এবং

(ঈ) উৎপাদন পদ্ধতি ও উৎস ;

(খ) যে শ্রেণির পণ্যের ক্ষেত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক প্রযোজ্য হইবে উহার নাম ;

(গ) পণ্য উৎপাদনকারী দেশের নির্দিষ্ট যে অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় পণ্যটি উৎপাদিত হয় উহার মানচিত্র ;

(ঘ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যসমূহকে নির্দেশ করে এমন কোন শব্দ বা চিহ্ন ;

(ঙ) নিবন্ধনের জন্য প্রস্তাবিত ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির উৎপাদনকারীগণ সম্পর্কিত বিবরণ

(চ) আবেদনকারী কিভাবে আইনের অধীন গঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘ, উৎপাদনকারীগণের সংগঠন, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের স্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করেন তৎমর্মে একটি হলফনামা ;

(ছ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য ব্যবহৃত কোন বিশেষ "স্ট্যান্ডার্ড বেঞ্চমার্ক" অথবা উৎপাদন বাজারজাতকরণ, তৈরি ইত্যাদি সম্পর্কিত "শিল্প মানদন্ড" থাকিলে তৎসম্পর্কিত দলিলাদি ;

(জ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের মান, গুণাগুণ, মানের ধারাবাহিকতা বা বিশেষত্ব বজায় রাখিবার বা নিশ্চিৎকরণের জন্য পণ্যটির উৎপাদনকারী, কারিগর বা প্রস্তুতকারক কর্তৃক প্রয়োগকৃত পদ্ধতি (**mechanism**) সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ঝ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকার মানচিত্রের (মানচিত্র প্রকাশকের পদবি, নাম ও ইস্যুর তারিখ উল্লেখক্রমে) তিনটি প্রত্যায়িত কপি ;

(ঞ) আবেদনাধীন পণ্যের ভৌগোলিক নির্দেশক সংশ্লিষ্ট বিশেষ মানবিক দক্ষতা, ভৌগোলিক জলবায়ুর অনন্যতা অথবা অন্যান্য সহজাত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কিত বিবরণ ;

(ট) সংশ্লিষ্ট পণ্যের উৎপাদনকারীগণের স্বার্থের প্রতিনিধিত্বকারী ব্যক্তিসংঘ, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের পূর্ণ নাম ও ঠিকানা ;

(ঠ) আবেদনে উল্লিখিত অঞ্চল, ভূখন্ড বা এলাকায় সংশ্লিষ্ট পণ্যটির ক্ষেত্রে আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন পরিদর্শন ব্যবস্থা থাকিলে উহার বিবরণ ; এবং

(ড) আবেদনাধীন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য ইতোমধ্যে নিবন্ধিত কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের সমনামীয় হইলে, আবেদনাধীন পণ্য ও ইতোমধ্যে নিবন্ধিত পণ্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্যজ্ঞাপক বৈশিষ্ট্যের বিবরণ, এবং প্রতারণা বা ভোক্তাগণের বিভ্রান্তি রোধে গৃহীত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সম্পর্কিত বিবরণ।

৭। **কনভেনশনভুক্ত ব্যবস্থার অধীন আবেদন ঃ**

(১) কনভেনশনভুক্ত কোন রাষ্ট্রের একজন আবেদনকারী কর্তৃক কোন ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নিবন্ধনের জন্য আবেদন করা হইলে উক্তরূপ আবেদনপত্রের সহিত কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রের ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধন অফিস যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত একটি সনদপত্র দাখিল করিতে হইবে এবং উক্ত সনদপত্রে ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিস্তারিত বিবরণসহ আবেদন-পত্রটি দাখিলের তারিখ, রাষ্ট্রের নাম, কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে পণ্যটি প্রথম নিবন্ধনের তারিখ এবং রেজিস্ট্রার কর্তৃক চাহিত অন্যান্য বিষয়াদির বিবরণ অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(২) যেইক্ষেত্রে নিবন্ধনের আবেদন করিবার সময় উক্তরূপ সনদ উপস্থাপন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে আবেদন করিবার ২(দুই) মাসের মধ্যে রেজিস্ট্রারের সন্তুষ্টি অনুযায়ী আবেদনটি পেশ করিবার তারিখ, উহার রাষ্ট্রের নাম, ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যটির বিবরণ, আবেদনপত্রে উল্লিখিত শ্রেণি এবং পণ্য সম্বলিত তথ্যাদি প্রত্যয়ন ও সত্যায়নপূর্বক পেশ করিতে হইবে।

(৩) আবেদনপত্রটি একই ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের জন্য এবং আবেদনপত্রের অধীন সকল অথবা আংশিক পণ্যের জন্য কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্রে আবেদনকারীর প্রথম আবেদন হইতে হইবে।

(৪) যেইক্ষেত্রে কনভেনশনভুক্ত রাষ্ট্র হইতে এক বা একাধিক শ্রেণির ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য নিবন্ধনের জন্য একটিমাত্র আবেদনপত্র দাখিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আবেদন নির্ধারিত ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

৮। আবেদনপত্রের প্রাপ্তি স্বীকার ঃ

(১) আবেদনপত্রের নম্বর ও ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের নাম উল্লেখপূর্বক রেজিস্ট্রার প্রাপ্তি স্বীকার নিশ্চিত করিবেন।

৯। যোগাযোগের ঠিকানা ঃ

প্রতিটি আবেদনপত্র নিম্নোক্ত ঠিকানায় দাখিল করিতে হইবে ঃ

রেজিস্ট্রার
পেটেন্ট, ডিজাইন ও ট্রেডমার্কস অধিদপ্তর
শিল্প ভবন (৬ষ্ঠ তলা)
৯১, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।
বাংলাদেশ
ফোনঃ ৮৮-০২-৯৫৬০৬৯৬
ফ্যাক্সঃ ৮৮-০২-৯৫৫৬৫৫৬
ই-মেইলঃ registrar@dpdt.gov.bd
Web: www.dpdt.gov.bd

ভৌগোলিক নির্দেশক আবেদন নং-১৫

আবেদনের তারিখ : ০৯-০৩-২০১৭

ফল গবেষণা কেন্দ্র বিনোদপুর, রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য যা শ্রেণি ৩১ তে অন্তর্ভুক্ত, তা নিবন্ধনের জন্য ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য (নিবন্ধন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৩ এর ধারা ১২ অনুসারে জার্নালে প্রকাশ করা হলো।

ভৌগোলিক নির্দেশকের নাম ঃ "রাজশাহী-চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম"

শ্রেণি ঃ ৩১

ক) **আবেদনকারীর নাম** ঃ ১। ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিনোদপুর, রাজশাহী।

২। চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

খ) **ঠিকানা** ঃ ফল গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট, বিনোদপুর, রাজশাহী-৬২০৬।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ কৃষি এসোসিয়েশন, চাঁপাইনবাবগঞ্জ।

গ) ব্যক্তি/উৎপাদক/ব্যক্তিবর্গ/সংগঠন/উৎপাদকের সংগঠন/সংস্থা/কর্তৃপক্ষের তালিকা ঃ রাজশাহী জেলা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার *১১ টি উপজেলার বড় আম চাষীদের তালিকা তৈরী করা হয়েছে এই জেলার প্রায় সর্বত্রই এই জাতের চাষ হয়। সুতরাং পরবর্তীতে চাহিদানুযায়ী আরো আম চাষী তালিকায় সংযোজন হতে পারে।

ঘ) **প্রকার** ঃ আমের জাত-রাজশাহীর ফজলী আম ও চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম। এটি একটি নাবী মৌসুমী জাত। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে এটি পাকে এবং আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এটির সংগ্রহকাল।

ঙ) **স্পেসিফিকেশন** ঃ ফল বৃহৎ আকারের এবং অনেকটা লম্বা ও চ্যাপ্টাকৃতির। ফলটি গড়ে লম্বায় ১৩.৮ সে.মি. পাশে ৯.৫ সে.মি. পুরুত্বে ৭.৮ সে.মি. এবং গড় ওজন ৬৫৫ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের বর্ণ প্রায় সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ, শাঁসের রং হলুদ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, মধ্যম সুগন্ধযুক্ত, সুস্বাদু ও মিষ্টি। গড় মিষ্টতা (টিএসএস) ১৭.৫%। পাকা ফলের খোসা পাতলা এবং আঁটি লম্বা, চ্যাপ্টা ও পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ১২.২ সে.মি., পাশে ৫.১ সে.মি., পুরুত্বে ১.৪ সে.মি. এবং গড় ওজন ৭৭ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৬.৩%।

চ) **ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের বর্ণনা** ঃ ফজলী উৎকৃষ্ট জাতসমূহের মধ্যে একটি নাবী মৌসুমী এবং খুবই জনপ্রিয় বাণিজ্যিক জাত। ফল বড় আকারের এবং অনেকটা লম্বা ও চ্যাপ্টাকৃতির। পরীক্ষায় দেখা গিয়েছে এ ফল গড়ে লম্বায় ১৩.৮ সে.মি., পাশে ৯.৫ সে.মি. পুরুত্বে ৭.৮ সে.মি. এবং গড় ওজন ৬৫৫ গ্রাম হয়। পাকা ফলের ত্বকের বর্ণ প্রায় সবুজ থেকে হালকা হলুদাভ, শাঁসের রং হলুদ। শাঁস আঁশবিহীন, রসাল, মধ্যম সুগন্ধযুক্ত, গড় মিষ্টতা (টিএসএস) ১৭.৫%, সুস্বাদু ও মিষ্টি। খোসা পাতলা, আঁটি লম্বা, চ্যাপ্টা ও পাতলা। আঁটি গড়ে লম্বায় ১২.২ সে.মি., পাশে ৫.১ সে.মি., পুরুত্বে ১.৪ সে.মি. এবং গড় ওজন ৭৭ গ্রাম হয়ে থাকে। ফলের গড় ভক্ষণযোগ্য অংশ ৭৬.৩%। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ হতে এটি পাকে এবং আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এটির প্রাপ্যতা থাকে। ফল পাড়ার পর পাকতে প্রায় ৭-৮ দিন সময় লাগে। এ জাতের ফলন মধ্যম। ফল পরিপক্ব হতে (ফুল আসা থেকে) প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস সময় লাগে। এ জাতের আমের পুরুষ ও উভলিঙ্গ ফুলের আনুপাতিক হার যথাক্রমে শতকরা ৮৬.০ ও ১৪.০ ভাগ। এ জাতের গাছ ছড়ানো ও বৃহদাকার প্রকৃতির হয়। গাছের উচ্চতা প্রায় ১৫ থেকে ১৮ মিটার। নিয়মিত ফল দেয়। পাতা বড় এবং বল্লম আকৃতির হয়। পাতার বোঁটা লম্বায় ৪-৭ সে.মি., পত্রফলক লম্বায় ২৯ সে.মি. এবং চওড়ায় ৮.১ সে.মি.; কচি পাতার রং লালচে এবং পাতার প্রান্ত সুচালো। পুষ্পমঞ্জরী টার্মিনাল, আকৃতি কনিকাল বা পিরামিডাল, সাইজ বড়, দৈর্ঘ্য ৩২ সে.মি., প্রস্থ ১৯ সে.মি., ফুল পুরুষ ও উভলিঙ্গ দুই প্রকারেরই হয়।

ছ) ফজলী আমের ইতিহাস ঃ

ফলের রাজা আম আর আমের রাজা হচ্ছে ফজলী। আমের মধ্যে ফজলী আম সবচেয়ে জনপ্রিয় ও সমাদৃত। আমটির উৎপত্তি ভারতের মালদহ জেলায়। কথিত যে, ফজলী বিবি নামে এক বৃদ্ধা মহিলার বাড়ি থেকে প্রথম এই জাতটি সংগৃহীত হয়েছিল। র‍্যাভেনশ নামের একজন ইংরেজ সাহেব তখন মালদহের কালেক্টর। তিনি আমটির গুণাগুণ জেনে এটিকে ফজলী নামে অভিহিত করেন। বাংলার স্বাধীন সুলতানদের ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজধানী গৌড়ের একটি প্রাচীন কুটিরে বাস করতেন ফজলী বিবি। তার বাড়ির আঙ্গিনায় ছিল একটি পুরাতন আমগাছ। এই গাছটি কোন জাতের আমের আঁটি থেকে জন্মেছিল, কেউ জানে না। ফজলী বিবি গাছটির খুব যত্ন নিতেন। গাছটিতে প্রতি বছর খুব আম ধরত। সেখান-কার নির্জনবাসী ফকির ও সন্ন্যাসীদের তিনি এই গাছের আম দিয়ে আপ্যায়ন করতেন। ফজলী বিবি এই উৎকৃষ্ট জাতের আমটির নাম দিয়েছিলেন "ফকীরভোগ"। র‍্যাভেনশ সাহেব একবার অবকাশ যাপনের জন্য ফজলী বিবির কুটিরের নিকটবর্তী এলাকায় ক্যাম্প করেছিলেন। সংবাদটি জানার পর ফজলী বিবি নিজ গাছের "ফকীরভোগ" আম নিয়ে র‍্যাভেনশ সাহেবের সাথে দেখা করেন এবং সেই আম দিয়ে তাঁকে আপ্যায়ন করেন। র‍্যাভেনশ আমের স্বাদ গ্রহণ গ্রহণ করে এর গুণাগুণে অত্যন্ত মুগ্ধ হলেন। তদুপরি ফজলী বিবি আতিথেয়তায় যারপরনাই সন্তুষ্ট হয়ে আমটির নামকরণ করলেন ফজলী। তখন থেকে মানুষের মুখ মুখে নতুন নামটি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। বইপুস্তকেও নামটি এসে যায়। এভাবেই আমটির আসল নাম "ফকীরভোগ" চিরদিনের জন্য মুছে গিয়ে হয়ে গেল ফজলী।

আমাদের দেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা ফজলী আম উৎপাদনে সবচেয়ে এগিয়ে। অবিভক্ত ভারতের মালদহ ও লখনৌ এলাকায় এর চাষ ব্যাপক ছিল। বাংলাদেশে চাঁপাইনবাবগঞ্জ ব্যতীত বাঘা, চারঘাট এলাকায় উন্নতমানের ফজলী আম ব্যাপকভাবে চাষ হয়ে আসছে। আজ থেকে ২০০ বছর আগে থেকেই বাঘার ফজলী আম কলকাতার বাজারে ব্যাপক-ভাবে সমাদৃত ছিল। চাঁপাইনবাবগঞ্জের ফজলী আম আকারে বড়। বাঘার ফজলী আকারে কিছুটা ছোট হলেও স্বাদেগন্ধে অতুলনীয়। ফজলীর আরেকটি ভ্যারাইটি হল সুরমা ফজলী। এটি অনেকটা ছোট আকারের এবং স্বাদে-গুণে উৎকৃষ্ট। যে সময় আশু বা আগাম জাত এবং মধ্য মৌসুমি জাতের আমগুলো বাজার থেকে চলে যায়, সে সময় অর্থাৎ শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে মালদহ ফজলী বা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ফজলী (মহারাজ ফজলী, বাঘা ফজলী ও সুরমা ফজলী) ব্যাপকভাবে বাজারে আসতে শুরু করে এবং আস্তে আস্তে গোটা দেশের আমের বাজার দখল করে নেয়। ফজলী আমকে কেন্দ্র করেই মূলত চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও বাঘায় আমশিল্প গড়ে উঠেছে। এই দুই এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ এবং উৎকর্ষতার ভিত্তিই হচ্ছে ফজলী আমের ভাল উৎপাদন। দিনাজপুর জেলাতেও ফজলী আমের ফলন ভাল।

Sequencing of rDNA amplicon

Each fragment amplified from each variety was cut and purified using DNA purification kit (Beijing Sunbiotech Co., Ltd. Beijing, China) and send the sample for sequencing to the company (Beijing Sunbiotech Co. Ltd., Beijing, China).The sequences of Fazli mango variety and GenBank accession numbers are given below;

Fazli (KC793995)

AGGCTACACATCCAAGGAAGGCAGCAGGCGCGCAAATTACCCAATCCTGACACGGGGAGG-
TAGTGACAATAAATAACAATACCGGGCTCTTCGAGCTTGGTAATTGGAATGAGTACAATCTAAATCCCTTAACGAGGATCCATTGGAGGGCAAGTCTGGTGC
CAGCAGCCGCGGTAATTCCAGCTCCAATAGCGTATATTTAAGTTGTTGCAGTTAAAAAGCTCGTAGTTGGACCTTGGGTTGGGTCGACCGGTCCGCCTCGCG
GTGTGCACCGGTCGGCTCGTCCCTTCTGTCGGCGATGCGCTCCTGGCCTTAACTGGCCGGGTCGTGCCTCCGGCGCTGTTACTTTGAAGAAATTAGAGTGCT
CAAAGCAAGCCTACGCTCTGTATACATTAGCATGGGATAACATCATAGGATTTCGGTCCTATTCTGTTGGCCTTCGGGATCGGAGTAATGATTAACAGGGACA
GTCGGGGGCATTCGTATTTCATAGTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTATGAAAGACGAACAACTGCGAAAGCATTTGCCAAGGATGTTTTCATTAATCAAGA
ACGAAAGTTGGGGGCTCGAAGACGATCAGATACCGTCCTAGTCTCAACCATAAACGATGCCGACCAGGGATCAGCGGATGTTGCTTTTAGGACTCCGCTGG
CACCTTATGAGAAATCAAAGTCTTTGGGTTCCGGGGGGAGTATGGTCGCAAGGCTGAAACTTAAAGGAATTGACGGAAGGGCACCACCAGGAGTGGAGCC
TGCGGCTTAATTTGACTCAACACGGGGAAACTTACCAGGTCCAGACATAGTAAGGATTGACAGACTGAGAGCTCTTTCTTGATTCTATGGGTGGTGGTGCAT
GGCCGTTCTTAGTTGGTGGAGCGATTTGTCTGGTTAATTCCGTTAACGAACGAGACCTCAGCCTGCTAACTAGCTATGCGGAGGTGTACCCTTCGTGGCCAG
CTTCTTAGAGGGACTATGGCCGCTTAGCCAAGAAGTTGAGCTTTTCCGG

Screening of primers and diversity analysis of mango

The Fazli variety Genomic DNA was amplified with ISSR primer and successfully amplified and represents in lane 14 (Fig.1).

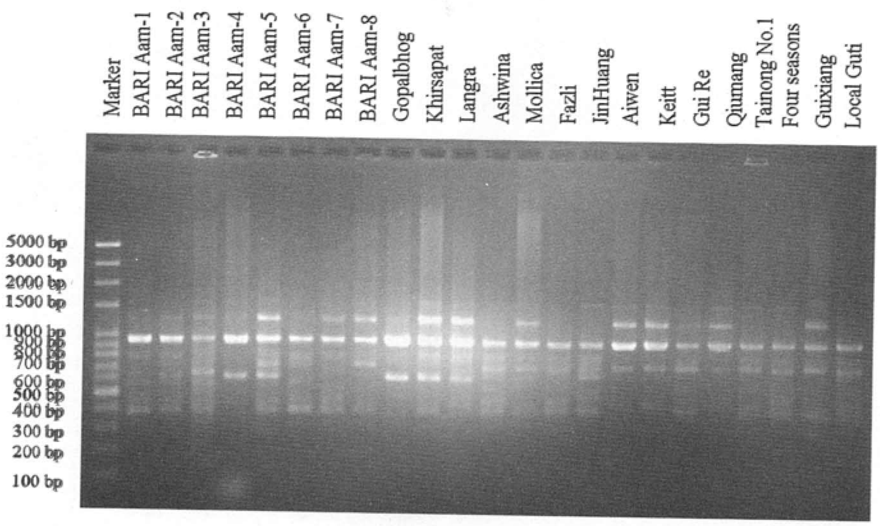

Fig. 1. Amplification profile of 23 mango cultivars or varieties employing UBC-840 primer and produced band at lane 14. Five μl of amplification products of each mango variety was loaded on a 1.5% agarose gel, subjected to electrophoresis at 100 V for 48 min, and stained with ethidium bromide. Name on the top of the lanes represented varieties of mango. Each variety successfully amplified at different length by UBC-840 primer.

Reference

M.S. Uddin, 2013. Application of bio-technique for the improvement of mango. Ph.D. thesis, chines academy of agricultural sciences. P:210. Beijing, china.

জ) উৎপাদকের ভৌগোলিক এলাকা এবং মানচিত্র ঃ

রাজশাহী জেলার ৯ টি উপজেলার প্রায় সব কয়টিতে রাজশাহীর ফজলী আমের চাষ হয় তবে বাঘা ও চারঘাট উপজেলায় আমের এই জাতটি বেশী পরিমাণে চাষাবাদ হয়ে আসছে। আজ থেকে প্রায় ২০০ বছর পূর্ব হতে রাজশাহীর বাঘা এলাকার ফজলী আম "বাঘা ফজলী" নামে কলকাতার বাজারে ব্যাপকভাবে সমাদৃত ছিল। চাষাবাদের আধিক্য ও বড় আম চাষীদের চিহ্নিত করে মানচিত্রে দেখানো হয়েছে। এই ফজলী আমকে ভিত্তি করেই এক সময় রাজশাহীর বাঘায় আম শিল্প এবং সে এলাকার মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠেছিল। বর্তমানে বাংলাদেশের রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও অন্যান্য জেলাতেও ফজলী আম বাণিজ্যিকভাবে চাষাবাদ হয়ে থাকে।

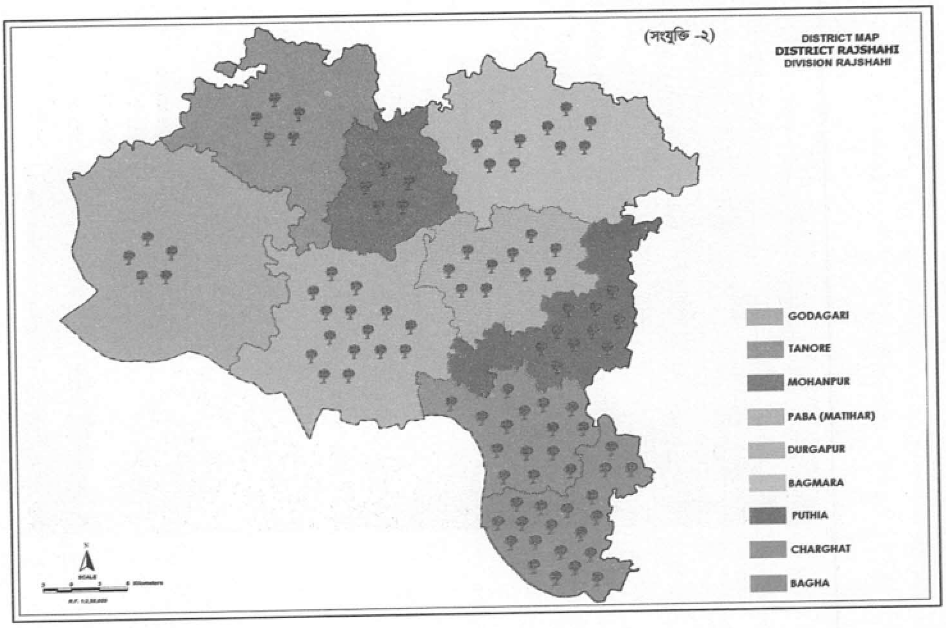

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মানচিত্র

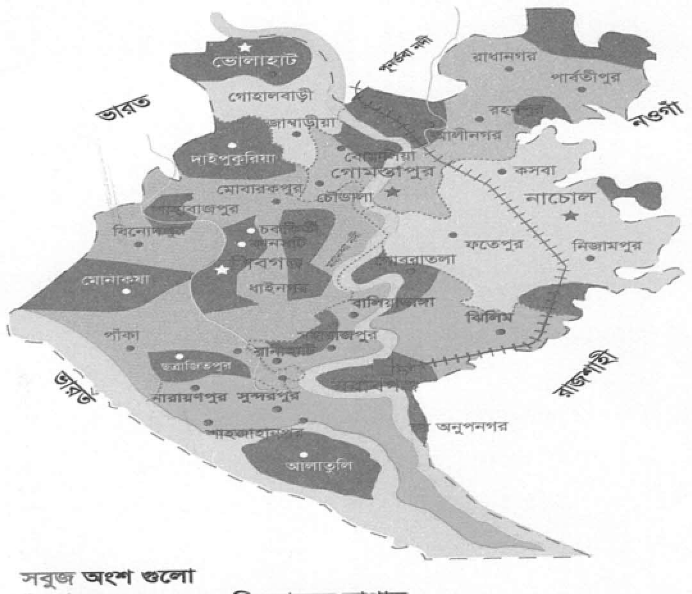

সবুজ অংশ গুলো
চাঁপাইনবাবগঞ্জে ফজলি আমের বাগান

ঝ) ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] ঃ ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্যের উৎসের প্রমাণ [ঐতিহাসিক দলিলাদি] নিম্নরূপ ঃ

(১) ফজলী জাতের ডিএনএ সিকুইয়েন্স ও এ্যামপ্লিফিকেশন এর ছবি,

(২) ফজলী আমের ইতিহাস (আম, মাহবুব সিদ্দিকী, ২০১৩, পাতা-৯৭),

(৩) সার্ভে রিপোর্ট (Survey and settlement operations in the district of Rajshahi, W.H. Nelson, M.A., I.C.S., 1912-22, পাতা-১৬।

(৪) ফজলী আমের বৈশিষ্ট্য ও উৎপাদন পদ্ধতি (আম উৎপাদনের কলাকৌশল, এ.কে.এম. আমজাদ হোসেন, ১৯৯৪, পাতা-১৯ এবং

(৫) সার সুপারিশ (কৃষি প্রযুক্তি হাত বই-৯ম সংস্করণ, বিএআরআই, ২০২০, পাতা ২২২-২২৩।

ঞ ঙ) উৎপাদন পদ্ধতি ঃ

ভৌগোলিক বিচারে বাংলাদেশের অবস্থান দক্ষিণ এশিয়া, ভারত ও মায়ানমারের মাঝখানে। বাংলাদেশের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ। এ দেশের বৃষ্টিপাতের মাত্রা ১৫০০–২০০০ মিলিমিটার। বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা ২৫° সেলসিয়াস। বাংলাদেশের আবহাওয়া আম বাগান তৈরি ও আম উৎপাদনের উপযোগী। এ কারণে বাংলাদেশে আম বাগান গড়ে উঠেছে। আম বাগান তৈরির জন্য জমি প্রথমে চাষ দিয়ে ভালভাবে তৈরি করে নিতে হয়। পরে নক্সা অনুযায়ী জনপ্রিয় বর্গাকার পদ্ধতিতে নির্দিষ্ট জায়গায় আমের চারা রোপণ করা হয়। বর্ষার শুরুতে অর্থাৎ জুন মাসে আম গাছ রোপণের উপযুক্ত সময়। অতিরিক্ত বর্ষার সময় চারা রোপণ না করাই ভাল। রোপণের আগে ১×১×১ মিটারবিশিষ্ট গর্ত করে গর্তের উপরের অর্ধেক মাটি এক পাশে এবং নিচের অর্ধেক মাটি অপরপাশে রাখতে হবে। গর্ত করার পর ১০–১৫ দিন গর্ত রোদে শুকিয়ে নিতে হবে। গর্ত ভর্তি করার সময় ওপরের মাটির সাথে ২০–৩০ কেজি গোবর সার, ৪৫০–৫৫০ গ্রাম টিএসপি, ২০০–৩০০ গ্রাম এমওপি, ২০০–২৩০ গ্রাম জিপসাম ও ৪০–৬০ গ্রাম জিঙ্ক সালফেট ভালভাবে মিশিয়ে, মিশ্রিত মাটি নিচে এবং নিচের মাটি উপরে দিয়ে গর্ত ভরাট করতে হবে। গর্ত ভরাটের ১০–১৫ দিন পর গর্তের মাঝখানে চারাটি সোজাভাবে লাগাতে হবে। রোপণের পরে গাছে সেচ দিতে হবে এবং গাছটি একটি শক্ত খুঁটি দ্বারা বেধে দিতে হবে। গাছের সোজা ও সুন্দর অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য চারার বয়স ২-৩ বছর পর্যন্ত গোড়া থেকে পার্শ্বে গজানো ডালপালা কেটে ফেলতে হবে। গাছের দৈহিক বিকৃতি দেখা দিলে তা অপসারণ করতে হবে। পাতাকাটা উইভিল কচিপাতা কেটে ফেললে প্রতি লিটার পানিতে সাইপারমেথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক ১ মিলি হারে নতুন গজানো পাতায় স্প্রে করতে হবে। গাছটির বয়স ৪-৫ বছর হলে ফল ধরার উপযোগী হবে। ফলন্ত গাছে পরগাছা, শুকনো ডাল, রোগাক্রান্ত ডালপালা ছাঁটাই করতে হবে। গাছে অনুমোদিত মাত্রার সার প্রয়োগ করতে হবে। বয়স ভেদে নির্ধারিত সম্পূর্ণ পরিমাণ গোবর, টিএসপি, জিপসাম, জিংক সালফেট এবং বরিক এসিড এবং অর্ধেক ইউরিয়া ও অর্ধেক এমওপি সার সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি থেকে শেষ সময়ে প্রয়োগ করতে হবে। অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার সমান দুই ভাগ করে এক ভাগ মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে যখন ফল মটর দানার মতো হয় তখন এবং অবশিষ্ট ইউরিয়া ও এমওপি সার ফল সংগ্রহের ১ মাস পূর্বে প্রয়োগ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে, বয়সভেদে অনুমোদিত সার গাছের চারিদিকে গোড়া থেকে ১-১.৫ মি.পর গাছের ডালপালা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ততদূর পর্যন্ত হাল্কাভাবে কুপিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে সার প্রয়োগ করতে হবে। গাছের বয়স বেশি হলে এই দূরত্ব বাড়তে পারে। সার প্রয়োগের পর হালকা সেচ দিতে হবে। আম গাছে পুষ্পমঞ্জুরী বের হওয়ার পর কিন্তু ফুল ফোটার আগে একবার এবং আম মটর দানার মত অবস্থায় একবার মোট ২ বার সেচ প্রদান করতে হবে। খরা মৌসুমে প্রয়োজনে দুইবারের অধিক সেচের প্রয়োজন হতে পারে। আম গাছের প্রধান প্রধান পোকার মধ্যে হপার, রেড ব্যানডেড ক্যাটারপিলার এবং ফ্রুট ফ্লাই অন্যতম। এইগুলোকে উপর্যুক্ত প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা যায়। আমের রোগের মধ্যে এ্যানথ্রাকনোজ ও বোঁটা পচা রোগ অন্যতম। এই গুলিকে অনুমোদিত মাত্রার ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করে এবং হটওয়াটার ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে দমন করা যায়। আমের ফলন মাটির উর্বরতা ও গাছের বয়সের উপর নির্ভর করে। এই অঞ্চলের আবহাওয়া আমের গুণগত মানকে প্রভাবিত করে। পুষ্পায়ন ও ফলধারণের সময় শুষ্ক ও ঠান্ডা আবহাওয়া এবং ফল বর্ধন ও পরিপক্বতার জন্য শুষ্ক ও গরম (২৮–৩৫ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) আবহাওয়া দরকার, যা রাজশাহী এলাকায় বিদ্যমান। এদেশের অন্য জেলাগুলোতে আম উৎপাদন হলেও মাটি ও আবহাওয়া পার্থক্যের কারণে রাজশাহীতে উৎপাদিত রাজশাহীর ফজলী আমের গুণগতমান অন্যান্য জেলাগুলো হতে উত্তম।

ট) অনন্য বৈশিষ্ট্য ঃ

ফজলী আমের পাল্প দৃঢ় হওয়ায় এটি বিভিন্ন ডিজাইন করে কেটে খাওয়া যায়। এ জাতের আমের শাঁসে কোন আঁশ নেই এবং খেতে মিষ্টি। আকারে বড় হওয়ায় রাজশাহীর ফজলি বাংলাদেশের একটি অধিক জনপ্রিয় ও সমাদৃত আম। কাঁচা অবস্থায় অন্যান্য আমের তুলনায় টক কম হওয়ায় আচার তৈরীর জন্য সবাই খুব পছন্দ করে এবং বাজারে এর চাহিদাও বেশী। ফজলী আম গাছের বিভিন্ন অংশের চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো-

চিত্র-১: ফজলী আম গাছ।

চিত্র-২: গাছের গুড়ি।

চিত্র-৩: ফলন্ত আমগাছ।

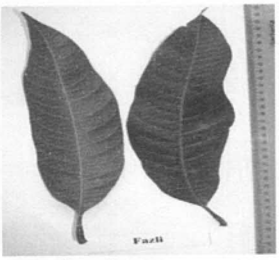

চিত্র-৪: পরিপক্ক পাতা।

চিত্র-৫: কচি পাতা।

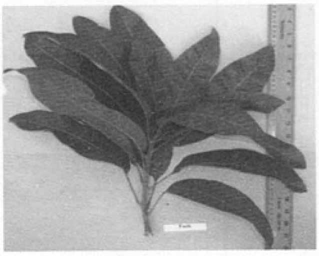
চিত্র-৬: পাতাসহ ডগা।

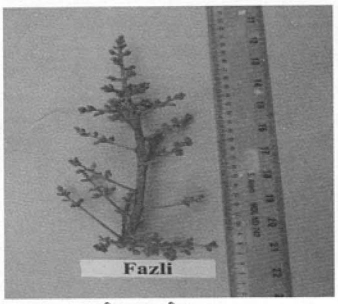

চিত্র-৭: অপ্রস্ফুটিত মুকুল।

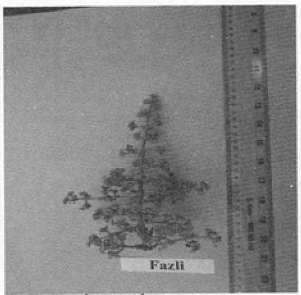

চিত্র-৮: প্রস্ফুটিত মুকুল।

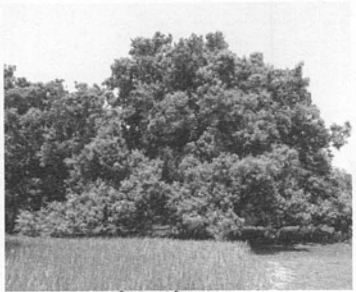
চিত্র-৯: প্রস্ফুটিত আম গাছ।

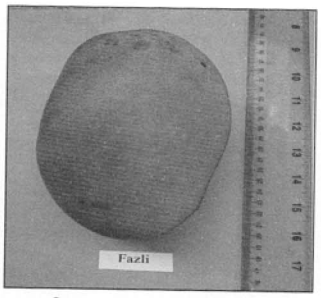

চিত্র-১০: পাকা ফজলী আম

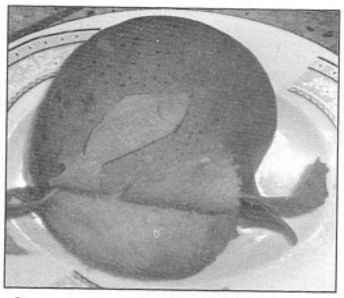

চিত্র-১১: পাকা ফজলী (খোঁসা ও শাঁস)।

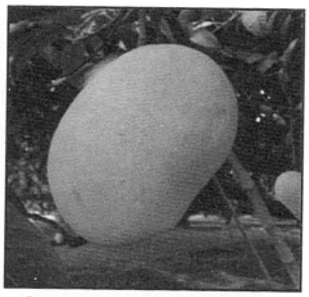

চিত্র-১২: কাঁচা ফজলী আম

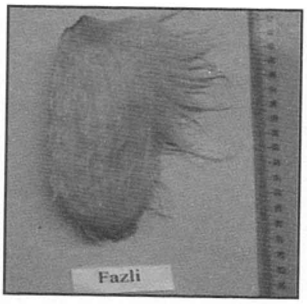

চিত্র-১৩: ফজলী আমের আঁটি

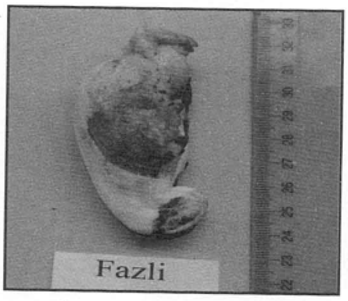

চিত্র-১৪: ফজলী আমের বীজ

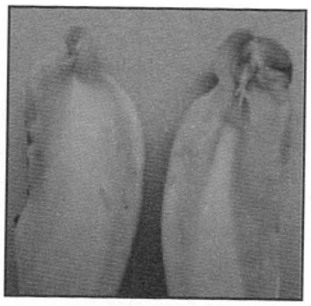

চিত্র-১৫: ফজলী আমের একভ্রুণী বীজ

ঠ) পরিদর্শন কর্তৃপক্ষ ঃ

ফল গবেষণা কেন্দ্র, বিএআরআই, বিনোদপুর, রাজশাহী দীর্ঘদিন যাবত আম নিয়ে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশেই আম নামের পণ্যটি জন্মায়। তাই রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ এর উৎকৃষ্টমানের ফজলী আম জাতটি ভৌগোলিক পণ্য হিসাবে নিবন্ধন করার নিমিত্তে *অত্র কেন্দ্রের বিজ্ঞানীবৃন্দ পণ্যটি পরিদর্শনপূর্বক মতামত প্রদান করেন।

ড) ব্যবহারকাল ঃ ১৮১৩ খ্রিঃ হতে অব্যাহতভাবে ব্যবহার হয়ে আসছে।

গভর্ণমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস-সিডিপি শাখা (ক)-১৬৫/২২-২৩/(শিল্প)-২৬-১০-২০২২-১২০টি বই।

LIST OF AGENTS

1. Messrs Book Syndicate,
   157, Government New Market, Dhaka.
2. Messrs Warshi Book Corporation,
   14, Bangabandhu Avenue, Dhaka.
3. Bangladesh Co-operative Book Society,
   50, Government New Market, Dhaka.
4. Messrs K.R. & Co.,
   73, Abul Hassnat Road, Dhaka.
5. Bangladesh Subscription Service,
   64, Purana Paltan, Dhaka.
6. Messrs Mohiuddin & Sons,
   143, Government New Market, Dhaka.
7. Messrs Hasanat Library,
   4, N. S. Road, Kushtia.
8. Messrs Current Book Stall,
   Jessore Road, Khulna.
9. Messrs Current Book Mohal,
   Jalsa Cinema, Jubilee Road, Chittagong.
10. Messrs Khoshroj Kitab Mohal,
    15, Bangla Bazar, Dhaka.
11. Messrs New Front Bipani Bitan,
    New Market, Chittagong.

For official use only

Printed by: Dr. Mohammad Mofizur Rahman,Deputy Director (Deputy Secretary),
Government printing Press, Tejgaon, Dhaka.
Published by: Hasina Begum, Deputy Director (Deputy Secretary)
Bangladesh Forms and Publication Office, Tejgaon, Dhaka.